চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১১.১০.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নতুন বেতন কাঠামো চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ন্যায়সংগত হতে হবে — মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, দেশের উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁদের অবদান রাষ্ট্রযন্ত্রের একেবারে মূলভিত্তিতে অবস্থান করে। তাই নতুন বেতন কাঠামো প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁদের জীবনযাত্রার ব্যয় ও কর্মপরিবেশের বাস্তবতা বিবেচনা করে ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ চতুর্থ শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির (১৭–২০ গ্রেডভুক্ত) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মরহুম মো. আব্দুল আজিজের ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।অনুষ্ঠানে বক্তারা মরহুম আব্দুল আজিজের স্মৃতিচারণ করে বলেন, তিনি ছিলেন একজন সৎ, নির্ভীক ও শ্রমিকবান্ধব নেতা, যিনি সরকারি চাকরিজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখে গেছেন।স্মরণসভায় বাংলাদেশ চতুর্থ শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, চমেক হাসপাতালের পরিচালক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ডা. মো. তসলিম উদ্দিন, ডাঃ বেলায়েত হোসেন ঢালী, মোঃ আজিম, মোক্তার হোসেন, খন্দকার আক্কাস, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আঞ্চলিক শাখার সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ আব্দুর সাত্তার, চেয়ারম্যান মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম টিপু সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসহাক, সদস্য সচিব মোঃ সাইফুল ইসলাম সুমন।

সব ধর্মের মানুষের জন্য শান্তির শহর গড়তে চাই — মেয়র ডা. শাহাদাত

কিছু মহিয়ান্ । নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি, সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি'। ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে সবাইকে এক হতে হবে। গড়তে হবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশ। আমি এমন একটি চট্টগ্রাম গড়তে চাই, যেখানে সব ধর্মের মানুষ নির্ভয়ে, নিরাপদে ও সম্প্রীতির বন্ধনে বাস করতে পারবে — এটি হবে প্রকৃত অর্থে শান্তির শহর।"তিনি আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) নগরীর অক্সিজেন ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।মেয়র বলেন, "চট্টগ্রাম বহুমাত্রিক সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যের শহর। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান — সবাই এ নগরে বহু বছর ধরে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বসবাস করছে। এই ঐতিহ্য আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই মেলবন্ধন রক্ষা করা শুধু দায়িত্ব নয়, এটি আমাদের গৌরবও।"তিনি আরও বলেন, "একটি সভ্য, নান্দনিক ও মানবিক শহর গড়তে হলে নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধের চর্চা বাড়াতে হবে। প্রশাসনের পাশাপাশি সমাজের প্রতিটি স্তরে মানুষকে সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে।"মেয়র ধর্মীয় নেতাদের উদ্দেশে বলেন, "ধর্ম মানুষকে বিভক্ত করে না, বরং যুক্ত করে। প্রতিটি ধর্মই মানবকল্যাণ ও শান্তির বার্তা দেয়। তাই ধর্মীয় উৎসবগুলোকে আমরা নাগরিক ঐক্য ও মানবতার উৎসবে পরিণত করতে চাই।"মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন সকলকে সম্প্রীতির চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে বলেন, "শান্তির শহর গড়তে হলে আমাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, সততা ও নাগরিক দায়িত্ববোধকে প্রাধান্য দিতে হবে। উন্নয়ন হবে সবার জন্য, কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা নয়।"অনুষ্ঠানে এসময় সাবেক সদস্য ও পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান, ডা. জীবক চাকমা, রূপানন্দ ভিক্ষু, অধ্যাপক ড. রঞ্জিত বড়ুয়া, উজ্জ্বল কান্তি বড়ুয়া প্রমুখসহ চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শীর্ষ ভিক্ষু, বিভিন্ন প্যাগোডার প্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং বিপুলসংখ্যক ভক্ত-অনুরাগী উপস্থিত ছিলেন।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)

জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮